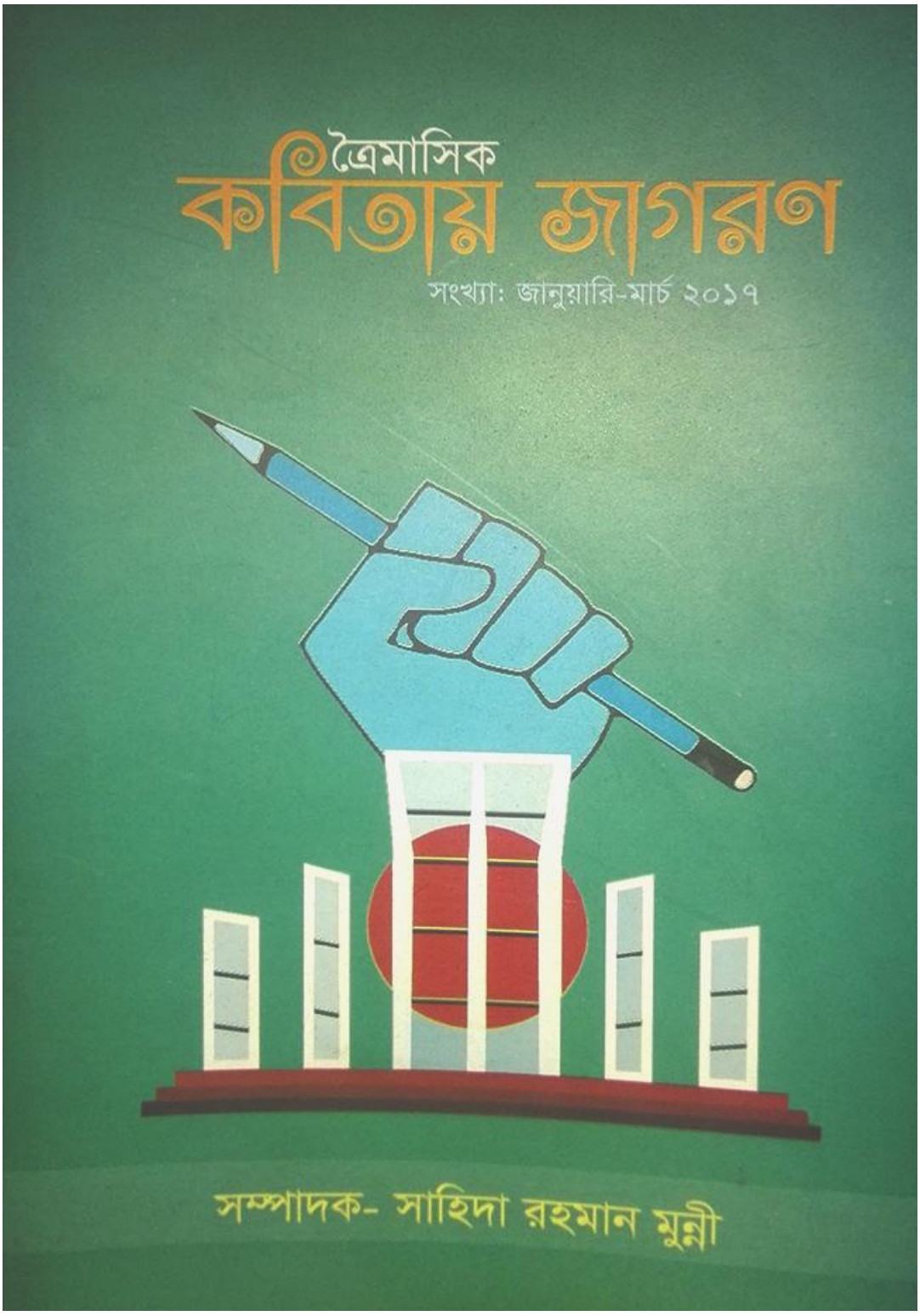

কবিতায় জাগরণ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭
মুল্যঃ ৬০ টাকা

সম্পাদকীয়

পৃথিবীর বুকে একমাত্র আমরা বাংলাদেশীরা নিজ মুখের ভাষার জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছি এবং অর্জন করেছি ভাষার স্বাধীনতা! আজ জাতিসংঘ আমাদের এই মুখের ভাষাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে যা ভাবতেই গর্বিত হই বাঙালি হিসেবে। আমরা আমাদের এ গৌরবকে বিশ্ব বুকে আরোও সুউচ্চ অবস্থানে নিয়ে যাবো আর এ লক্ষেই পৃথিবীর সকল বাংলাভাষীকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একাগ্র হয়ে এগিয়ে যেতে হবে ডিজিটাল বাংলার সুদক্ষ কারিগর হয়ে শুধু ভাষার মাস এলেই নয় বারোমাস অটুট থাকুক এ দৃঢ়তা । পথের হোঁচটের ভয়ে পথ না ছেড়ে কন্টকাকীর্ণ পথেই নিজ দিশা ঠিক করতে হবে। কথা রাখতে পারলে কথা দিবেন, ভাঙ্গার জন্য নয়! পৃথিবীর সকল বাঙালিকে গৌরবময় বর্ণমালার গৌরবী সালাম!

লেখা ও বিজ্ঞাপন দিয়ে যারা আমাদের এই পথ চলাকে মসৃণ করেছেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই সবটুকু শ্রদ্ধায়।

সাহিদা রহমান মুন্নী
সম্পাদক
কবিতায় জাগরণ

যারা লিখেছেন এই সংখ্যায়ঃ

১.আল মাহমুদ-
২.আবুবকর মুহাম্মদ সালেহ-
৩.আমিনুল ইসলাম মামুন-
৪.আবিদ মাহমুদ-
৫.ইয়ামিন চৌধুরী ইমন-
৬.এম আলমগীর হোসাইন শাহীন-
৭.ওয়াহিদ আল হাসান-
৮.জাকারিয়া আজাদ-
৯.নির্মলেন্দু পোদ্দার-
১০.নাছিব মাহদী-
১১.মাসুমা আলম-
১২.মোঃ মহসীন মিঞা-
১৩.মাহমুদুল হাসান নিজামী-
১৪.মাহীরাজ মোহাম্মদ-
১৫.মানসুর মুজাম্মিল-
১৬.রেজাউদ্দিন স্টালিন-
১৭.রিলু রিয়াজ-
১৮.লিয়াকত বখতিয়ার-
১৯.সাকিব জামান-
২০.সাহিদা রহমান মুন্নী-
২১.শক্তি প্রসাদ ঘোষ-
২২.হাই হাফিজ এবং হামিদ সরকার-
২৩.বিদেশি কবিতা:কবি পাবলো নেরুদা। অনুবাদ: সৈয়দ মাজহারুল পারভেজ,
২৪.সাক্ষাৎকারঃ বীর মুক্তিযোদ্ধা আ.খ.ম মাহফুজুর রহমান। কবি, গবেষক ও কথাসাহিত্যিক

একুশের কবিতা

আল মাহমুদ

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
দুপুর বেলার অক্ত
বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায়?
বরকতের রক্ত।

হাজার যুগের সূর্যতাপে
জ্বলবে এমন লাল যে,
সেই লোহিতেই লাল হয়েছে।
কৃষ্ণচূড়ার ডাল যে!

প্রভাতফেরীর মিছিল যাবে
ছড়াও ফুলের বন্যা
বিষাদগীতি গাইছে পথে।
তিতুমীরের কন্যা।

চিনতে না কি সোনার ছেলে
ক্ষুদিরামকে চিনতে?
রুদ্ধশ্বাসে প্রাণ দিলো যে
মুক্ত বাতাস কিনতে?

পাহাড়তলীর মরণ চূড়ায়
ঝাঁপ দিল যে অগ্নি,
ফেব্রুয়ারির শোকের বসন।
পরলো তারই ভগ্নী।

প্রভাতফেরী, প্রভাতফেরী
আমায় নেবে সঙ্গে,
বাংলা আমার বচন,
আমি জন্মেছি এই বঙ্গে।

শহীদের রক্ত

আবুবকর মুহাম্মদ সালেহ

রূপ হারালো গুণ হারালো; হারালো সুর ছন্দ যে
কেউ রাখে না কোনো খবর মায়ের কপাল মন্দ যে ।
নেই দ্যোতনা আগের মতো এখন আছে খোলটা তার
কখন যেন পালটে গেছে আদি রূপের ভোলটা তার।

গুমরে মরে বুকের ব্যথা অশ্রু ঝরে চোখ বেয়ে
প্রভাতফেরীর সংগে কাঁদি তাইতো শোকের গান গেয়ে।
বুকের জ্বালা জমিয়ে রেখে নতুন করে হাসতে ফের
করুণ সুরে ডাকছে ভাষা আবার ভালোবাসতে ফের।

আর হাসে না রবির আলো মলিন যেন সলতে তাই
শহীদেরা রক্ত দিলো প্রতিরোধে জ্বলতে তাই।
সেই শহীদের রক্ত ডাকে আবার আলো হাসুক আজ
নতুন দিনের সিঁড়ি বেয়ে স্বপ্নগুলো আসুক আজ।

সব পাখিরই ডানায় লেখা

আমিনুল ইসলাম মামুন

সব পাখিরই ডানায় লেখা
আমার বর্ণমালা
সে বর্ণতে ভরা আমার
মায়ের হাতের বালা।।

সে বর্ণটা মিশে আছে।
পাখির গানের সুরে
সেই সুরেলা কন্ঠ পাবে
চিন ও অচিনপুরে।

যখন যেথায় যাবে তুমি
শুনবে পাখির গান।
মায়ের বালায় পাখির গানে
বাংলা ভাষার মান।

ভাষার মাস ফাগুন

আবিদ মাহমুদ

ফাগুন মানে প্রভাতফেরীর
অগ্নিঝরা ক্ষণ।
ফাগুন মানে শহীদদের ঐ
আত্মত্যাগী মন।

ফাগুন মানে ফুলে ফুলে
রক্ত মাখা অর্ঘ্য
ফাগুন মানে মায়ের মুখে।
মাতৃভাষায় স্বর্গ।

ফাগুন মানে মুক্ত পাখির
মুক্ত সুরের গান
ফাগুন মানে বীর বাঙালি
চেতনা অম্লান।

ফাগুন মানে এক ইতিহাস।
পাতায় লেখা স্বর্ণ
ফাগুন মানে অ আ ক খ।
বাংলা ভাষার বর্ণ।

ফাগুন মানে জাগুন সবে।
আগুন জ্বেলে বুকে।
নে স্বদেশ বাঁচান।

একুশের ভাবনা

ইয়ামিন চৌধুরী ইমন।

একুশ আমার মায়ের ভাষা মনের অহংকার,
একুশ মানে কঠিন শপথ দৃপ্ত চেতনার ।
একুশ মানে ডালে ডালে পলাশ শিমুল ফোটা,
একুশ এলেই দলে দলে শহীদ মিনার ছোটা।

বছর ঘুরে ফিরে আসে প্রাণের ফেব্রুয়ারি,
এখন তো আর যায় না শোনা ব্যথার আহাজারি।
বেতার টিভি চ্যানেলগুলোয় হাজার অনুষ্ঠান,
কন্ঠ ছেড়ে গাইতে হবে বাংলা ভাষায় গান।।

এমনি করে ফিরে আসে একুশ বারংবার,
কোথায় থাকে কঠিন শপথ দৃপ্ত চেতনার।
একুশ এলে শহীদ মিনার সাজে ফুলে ফুলে,
তারপরে ঠিক আগের মতো সবই তো যাই ভুলে।

একুশ মানে মুক্তির অহংকার

এম আলমগীর হোসাইন শাহীন

একুশ মানে মুক্ত স্বাধীন
চেতনায় বেঁচে থাকার।
একুশ মানে ভাইয়ের রক্তে
বুলেটের নির্মম প্রহার ।

একুশ মানে মায়ের ভাষায়
কথা বলার দ্বীপ্ত অঙ্গীকার।
একুশ মানে রক্তে ভেজার
সিক্ত ভূমির করুণ হাহাকার।

একুশ মানে ছেলে হারানো
মায়ের বিলাপ করা কান্নার।
একুশ মানে স্মৃতিপটের।
সে দিন প্রিয় বোন, সখিনার।

একুশ মানে ভাষা আন্দোলন।
শহীদ শফিউর, বরকত, জব্বার।।
একুশ মানে রক্ত কেনা বাংলার
একুশ মানে মুক্তির অহংকার।

রক্ত দিয়ে কেনা

ওয়াহিদ আল হাসান

শিমুল ফুলের রঙ ধরেছে
সালাম ভাইয়ের চামে।
অঝর ধারায় রঙ ঝরেছে।
রক্ত হয়ে ঘামে।

রফিক, জব্বার, বরকতেরা
ঘঁক দিয়েছে সজোরে
সবুজ চাদর লাল হয়েছে।
ঝরে লহু অঝরে।

কৃষ্ণচূড়ার ডাল ভেঙেছে।
লেগে ভাষার ঝড়ে
জীবন দিয়ে ভাষা সৈনিক।
তুলবে মিনার গড়ে।

রক্ত দিয়ে কেনা আমার
মায়ের ভাষা বাংলা
ভাষা অমর রাখতে লড়ি
ধনী-গরিব-কামলা।

একুশ হলো

জাকারিয়া আজাদ

একুশ হলো সবুজ দেশের লাল পতাকা
হাজার ভাইয়ের রক্ত দিয়ে স্মৃতি আঁকা
বিলিয়ে সব মায়ের সুখ
আপন করে সকল দুখ ।

একুশ হলো মহাসুখে বেঁচে থাকার।
স্বপ্ন আশা।
সাহস নিয়ে সামনে চলার দৃঢ় প্রত্যয়
ভালোবাসা।

একুশের প্রথম সকাল

নির্মলেন্দু পোদ্দার

পলাশ ফোঁটা একান্ত ইতিহাসে
একুশের প্রথম সকাল
দৃঢ় সংকল্পে আগামীর পথে
একে যাবে দীপ্ত পদচিহ্ন...

পবিত্র ঝর্ণা ধারা রক্ত গঙ্গায়
মিশে একাকার
ঋণের বোঝা কাঁধে আত্মজা
একবিংশ শতাব্দীতে...

ইতিহাস বদলে যায় পাতার ফাঁকে
বেহিসেবী সময়ের খাতায়
রাতের আঁধার ঘরে
নিঘুম ছাপাখানা গুমড়ে কাঁদে
আত্মজা ইতিহাস হয়
অনড় বিশ্বাসে, কাটে না বিস্ময়..

বৈদেশি ডিশ খসা

নাছিব মাহদী

মায়ের প্রিয় বাংলা আমার
উর্দু হতে দেইনি
রক্তে কেনা অমর একুশ
সস্তা দামে নেইনি।

আজকে দেশের মর্ডানিরা
চেঁচায় যখন বাং-লিশে।
বাংলা ভাষার দশা দেখে
তমদুনও যায় মিশে।

ছাে◌ট্ট শিশুর কথাও যখন
হিন্দি মিশে বা+ন্দি
প্রশ্ন জাগে, ডিশ ব্যপারীর
ঠিক কিভাবে চান্দি?

বাংলা শেখার অজস্র বই
সাজাও যতই তাকে
লাভ হবে না শিশু-ই যদি
হিন্দী ডিশে থাকে।

বাংলা মায়ের বাংলা এখন
হারাই হারাই দশা।
ঘরের বুলি রায় এবার
বৈদেশি ডিশ খসা।

মাতৃভাষা

মাসুমা আলম

জন্ম নিয়ে মাটির বুকে
কান্নাটাকে আঁকড়ে ধরি।
কান্না আমার ধ্বনির উপর
মায়ের ভাষা ফেব্রুয়ারি।

কান্না দিয়ে শুরু আমার
কষ্টের কথা বলে দেওয়া।
অ, আ দিয়ে ধ্বনির সাথে
মায়ের ভাষার শুরু হওয়া।

মায়ের ভাষার কথার ঝুড়ি
আনল বয়ে ফেব্রুয়ারি।
ভাষা শহীদের ত্যাগের কথা
প্রাণ ভরে স্মরণ করি।

৮ই ফাল্গুন

মো মহসীন মিয়া

ফি বছর ঘুরে আসে ফাগুন
জ্বলে হৃদে দাউ দাউ আগুন
আমার মুখের ভাষা নিতে চেয়েছিল কেঁড়ে
এসেছিল অস্ত্র-সম্ভার নিয়ে তেড়ে।

সালাম, বরকত, জব্বার দিল প্রাণ
রাখলো যারা মায়ের ভাষায় মান
তাদের স্মৃতি উঁকি দেয় সরোবর।

পাখির মতো সেখানো কথা
মাতৃভাষা বিনে জীবন, সবই বৃথা
উর্দু সেততা পরের কথা; ভিনদেশি ভাষা
ত্যাগি মায়ের বুলি মিটে কি তৃষা?

বাংলা আজি ভাষা বিশ্ব দরবারের।
স্বার্থক বাংলা মা; স্বার্থক এ জন্মের।

বাঁচাও আমার বর্ণমালা

মাহমুদুল হাসান নিজামী

যেই ভাষাতে ইচ্ছেগুলো
পূর্ণ করি মানের আশা
সেইতো আমার তোমার প্রিয়
মাতৃভাষা বাংলা ভাষা
বুঝিনাতো একুশ বাইশ
ভ্রামার ভাষা বাংলা
শিশুর মুখে হিন্দিচন
অন্য ভাষার হামলা
বাঁচাও আমার বর্ণমালা
বচাও আমার স্বদেশ
শোষণ করে উদীচিরা
প্রতীচিতে বিদ্বেষ?

একুশের ফুলগুলো

মাহীরাজ মোহাম্মদ

ফেব্রুয়ারির অমর একুশ
আঁকি মনের তুলিতে
ফুলগুলো সব ঝরে গেল
পাক পুলিশের গুলিতে।

দেখছো কি কেউ এমন নজির
আকাশ পাতাল ঘুরিয়া?
আজো সে ফুল সুবাস ছড়ায়।
বিশ্বকানন জুড়িয়া।

ফেব্রুয়ারির সে ফুলগুলোই
প্রেরণার মূল নয় কি?
অন্ধকারে যে ফুলগুলো
ছড়ায় আলোর ফুলকি!
আপন করে বলতে কথা
ধরতে গানের সুরকে
সূর্যটাকে লাল করিয়া
আনল আগুন ভোৱকে ।

যাদের কাছে হার মেনেছে
হিমালয়ের শিৱ
তারাই জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান
কালের মহাবীর।

একটি ভাষা

মানসুর মুজাম্মিল

একটি ভাষা ভাষার মানিক
একটি ভাষাই লক্ষ্য
এক ভাষাতেই লড়াই হলো।
যেই ভাষাটিই দক্ষ।

একটি ভাষা জোয়ান জোয়ান
একটি ভাষা শক্ত।
এই ভাষাতেই উঠলো নেড়ে
স্বৈরাচারের তক্ত।

একটি ভাষা ভাষার তালুক
শান বাঁধানো ঘাট
একটি ভাষা জন্ম দিলো।
অনেক ভাষার হাট।

আমরা সবাই বসত করি
এই ভাষাটার সঙ্গে
এই ভাষাতে বলছি কথা
লিখছি নানা ঢঙে।

কবি ও সম্রাট

রেজাউদ্দিন স্টালিন।

হতাশাগ্রস্থ সম্রাটকে শ্লোক শোনাতে।
সমবেত হলেন দেশের প্রখ্যাত কবিগণ
স্বর্ণবোতাম খচিত কেতাদুরস্ত কণ্ঠস্বর-
জাহাপনা আমি রচনা করেছি আপনার
পূর্বপুরুষের শৌর্যবীর্য গৌরবগাথা
আপনি ফিরে পাবেন হৃত মনোবল
আর দৃঢ়চিত্তে শাসন করবেন ভারতবর্ষ
বিপুল করতালি ও হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়লো রাজদরবার
সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্য হলো তার

এগিয়ে এলেন মখমলের টুপি আর
জরিদার পাঞ্জাবি শোভিত বাবরি দোলানো কবি
হে মহাত্মন পুঁজনীয় ভারতেশ্বর
আমি লিখেছি আশ্চর্য সব চরণ।
প্রতি পাঠে অনুভব করবেন আক্রোশ
হতাশাকে হত্যা করে জাগিয়ে তুলবে জিঘাংসা
করতালিতে কেঁপে উঠলো দরবার কক্ষ
দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এনাম মিললো তাঁর।

সিল্কের শেরোয়ানী আর মূল্যবান পাথর পরানো টুপি
চোখে সুরমা পায়ে হরিণচর্মের নাগরাই হাতে ঘন্টি
হেলে দুলে এলেন কবি-
আলমপনা হে সূর্যাধিপতি।
আমি আপনার জন্যে পংক্তিবদ্ধ করেছি
এমন আশ্চর্য পদ যা আপনার যুদ্ধযাত্রার
দামামাকে করে তুলবে ক্লান্তিহীন ও উদ্দীপ্ত

আর আপনি থাকবেন আজীবন অপরাজিত
মুহুর্মুহু করতালি আর কানফাটা উল্লাসধ্বনি
তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রায় ডুবে গেলো কবির করতল

সবশেষে এলেন ধীর পায়ে বিনম্র বসন সাদা পাগড়ি শোভিত
শুশ্রমণ্ডিত এক আয়াত চোখের কবি-
মহামান্য সম্রাট আমি রাতের পর রাত বিনিদ্র থেকেছি।

কিন্তু আপনার তুষ্টির জন্য কোনো শ্লোক রচনা করতে পারিনি।
বারবার ব্যর্থ হয়েছি আমি-ক্ষমা করবেন জাঁহাপনা
ভয়ঙ্কর নিরবতায় ভরে গেলো সভাকক্ষ
সম্রাট বাহাদুরও বাকরুদ্ধ হতবিহবল
বহুকাল পর লোকে জেনেছিলো
কবির নাম মীর্জা গালিব।

একুশ আসে বলেই

রিলু রিয়াজ

বসন্ত বাতাস ফাগুন আসে
সঙ্গে তার বিষাদের ছায়া।
অনাগত জীবনের অভিশাপ মুছে
বায়ান্ন আসে আসে একুশ
শিরায় শিরায় অদ্ভুত শিহরণে
অবিনশ্বর সত্যের পদচারণা
যৌবনের কালবৈশাখী ধুলিঝড়ে
যে ভাই আমার হারালো প্রাণ
হারানোর ব্যথায় ব্যথিত আমি
অশ্রু ধারায় তাই চোখ টলমল।
ভালো লাগে আমার তবু ভালো লাগে
এই ভাঙ্গনের কোলাহল।

একুশ আসে বলেই পাতা ঝড়ে ফুল ফোটে
আবার পাতায় পাতায় ভরে যায় ডাল
একুশ আসে বলেই দুঃখ সুখের গাভাগি চিরকাল
একুশ আসে বলেই দেহে উত্তাপ আসে
স্বপ্নের অনুভূতিগুলো সবুজে পাখা মেলে
ছেলেটি এখনো বাবা বলে ডাকে।

চেতনার ভ্রূণ

লিয়াকত বখতিয়ার

হাজার বছর কেটে গেল তবু চেতনাকে স্পর্শ
করতে পারিনি
হায়, নির্বোধ আমি
এই পিঙ্গল হাত, পা, মাথা, মগজ যদি
সভ্যতার নিপুণ মেশিনে
গুড়ো করে সমগ্র পৃথিবী
ছড়ানো যেত, রক্ত তরঙ্গে
পাহাড় ভেঙে দুরে-বহুদুরে এগুনো যেত
বোধের আকাশ যদি রঙ তুলি দিয়ে
ইচ্ছে মতো সাজানো যেত তবে
হাতে-হাত, বুকে বুক রাখা হতো আমার
সংসারে যে ক'জন
দিগন্তে যে ক'জন
রক্ত দিতে দিতে সবুজ হলো
তাদের সাথে তুলনা কিসের?

এ রক্ত পদ্মা-মেঘনা বয়ে যায়
এ রক্ত শহর নগর বয়ে যায়
রফিক, জব্বার, সালাম, বরকত যেখানে
নিরন্তর শিকড় খোঁজে সেখানে
এই অথর্ব আমি মুঢ় অঙ্গীকার
অর্ধ শতাব্দী পরে অবিরাম ভাঙি
প্রিয় বর্ণমালা;
অঘোর অন্ধকারে অস্তিত্ব
বিসর্জন দিতে দিতে

নতুন মিলিনিয়ামে
পথ হারাই, এখানে
আমি আমার মাকে ভুলে যাই
ভাষা ভুলে যাই
দেশকে ভুলে যাই
অথচ অ-আ-ক-খ আমার মুক্তি
আমার চেতনা, আমার স্বাধীনতা
এই বিস্তৃর্ণ মাঠের রক্তনদী
টিয়ার গ্যাসের গন্ধ

বুটের আঘাত, ধবংস স্তুপ
বর্বরহানা, আমার হৃদয়ে
নির্মাণ হোক চেতনার ভ্রূণ।

ফাগুন এলে

সাকিব জামান

ছড়ার টানে স্বপ্ন ফোটে
সালাম তাহার উষ্ণতা,
পূর্ব দিকে সূর্য ওঠে
বাংলা ভাষার পুষ্পতা।

ফাগুন এলে ব্যস্ত রফিক
বাংলা নিয়ে আলপনা,
ছুটছে বুঝি বরকতে দিক
বাংলা পরিকল্পনা।

ফাগুন এলে রক্ত ঝরে
কৃষ্ণচূড়ার ডালী থেকে,
ছোট্ট সোনা অ-আ পড়ে
রক্ত জবার রঙ মেখে।

এসেছে ফেব্রুয়ারি

সাহিদা রহমান মুন্নী

একুশ এলে একুশ নিয়ে,
হাজার কথা রোজ-
একুশ গেলে একুশ ভুলে,
কেউ রাখে না খোঁজ !

পেলাম ভাষা কত্তো আশা,
স্বাধীন হলো দেশ-
আজকে তবু উচিৎ কথায়,
প্রাণ হতে হয় শেষ !

পাচ্ছে যতো চাচ্ছে ততো,
চাওয়ার শেষতো হয় না
আনলো যারা মুক্ত নিশান,
তাদের কথা কয় না!

হাসির ভিড়ে কান্না হারায়,
এলেই ফেব্রুয়ারি
ভাইটি আমার ফেরেনি আর,
হৃদয় আহাজারি
এসেছে ফেব্রুয়ারি!!

মায়ের ভাষা

শক্তি প্রসাদ ঘোষ

রাতের অন্ধকার মুক্তো ঝরানো
রূপকথা
অষ্টপ্রহর হরিনাম, ভক্তিমতী
ভাটিয়ালী, একতারা, আগমনী গান
সন্ধ্যায় পাঁচালী পাঠ
ঠাকুমার গলায় স্নেহ
আয় বাবা
হলুদ চিঠি লেখা
মায়ের ভাষা।

আবার এসো একুশ

হাই হাফিজ

একুশ তুমি আবার এলে ফিরে –
ভাঙা ঘরে বসবে কোথায় ?
নাই মোড়া নাই পিঁড়ে।

বাংলা ভাষার মাদুর পেতে বসো
সুখ দুঃখের গল্প করি।
একটু কাছে এসো।

একুশ তুমি ফিরে এলে আবার ?
দু'দিন ধরে অনাহারি
কি দেই বল খাবার !

ঘরে আমার নেই যে কিছুই আজ ?
মুখে শুধু বাংলা ভাষা
বর্ণমালার সাজ।

তবে কি আজ খিদে নিয়েই এলে ?
বাংলা কথার মুড়কি ভাজি
যেও না তা ফেলে।

সালামকে তো পেলাম না ফিরে –
তাই তো আমি আজো কাঁদি
একাই ভাঙ্গা নীড়ে।

বছর বছর তোমার আগমনে
স্বাধীনতার প্রবল তুফান
দেয় নাড়া দেয় প্রাণে।।

একুশ তুমি আবার এসো, কেমন
ফুলে ফুলে করব বরণ
আজকে নিলাম যেমন।

একুশ মানে বাংলাদেশ

হামিদ সরকার

একুশ আমার মায়ের ভাষা
প্রাণের সেরা গান,
সালাম, রফিক জীবন দিয়ে।
রাখালো ভাষার মান।

একুশ তুমি বাংলাতে নয়
বিশ্বজোড়া নাম,
অর্ধশত বছর পরে
পেলাম তোমার দাম।

একুশ শুধু ভাষারই নয়।
স্বাধীনতার নাম,
সেই চেতনায় '৭১ এ
মুক্তির সংগ্রাম।

বায়ান্নতে যুদ্ধ শুরু
একাত্তরে শেষ,
লক্ষ মানুষ জীবন দিলো
পেলাম বাংলাদেশ ।

দীর্ঘ রোদেপোড়া তামাটে মেয়ে

গণমানুষের কবি পাবলো নেরুদ অনুবাদ: সৈয়দ মাজহারুল পারভেজ

চাকরিতে ইস্তফা দেন। লোরকা খুন বদলেনে অবস্থানকালে তাঁর গণমানুষের কবি হিসেবে পরিচিত পাবলো নেরুদার জন্ম ১৯০৪ সালে চিলির এক সাধারণ পরিবারে। ১৯২০ সালে তার প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয়।১৯২৭ সালে পড়াশোনা শেষ করে নেরুদা যাোগ দেন চিলির ফরেন সার্ভিসে। ১৯৩৮ সালে সর্বকালের সেরা কবিদের অন্যতম স্পেনে গর্সিয়া লোরকা খুন। হওয়ায় প্রতিবাদ করে ফরেন সার্ভিসের চাকরিতে ইস্তফা দেন নেরুদা। ১৯৪৩ সালে স্পেনে অবস্থানকালে তাঁর কবিতার ধরণ পাল্টে যায়। প্রেমের কবিতার বদলে লিখতে থাকেন দ্রোহের কবিতা। হয়ে যান দ্রোহের কবি, গণমানুষের কবি। ১৯৪৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৫৫ সালে ৫১ বছর বয়সে বিয়ে করেন মতিলদে উরুতিয়াকে। ১৯৭০ সালে কমিউনিস্ট পার্টি চিলির প্রেসিডেন্ট হিসেবে পাবলো নেরুদার নাম প্রস্তাব করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৭১ সালে নেরুদা সাহিত্যে নোবেল পান। এর দু'বছর পর ১৯৭৩ সালে দুরারোগ্য ক্যান্সারে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নেরুদার কবিতা পৃথিবীর প্রায় সব দেশে সব ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

নিচে কবির একটি কবিতা তুলে ধরা হলো:

রোদে পড়া দীর্ঘ তামাটে মেয়ে, সূর্য যেভাবে
যে রকমভাবে ফল গড়ে বীজ পাকিয়ে
সমুদ্রকে করে তোলে ফেনিল,
আমার টনটনে রাধার চোখ
তোমার দেহবল্লরী ভরে দেয় আনন্দে!
তোমার মুখের সহজ হাসিটি ওই স্বচ্ছ জলের মতন।

তোমার কালো কেশরেও
কৃষ্ণডুবন্ত সূর্যের লাগাম পরানো, এবং
যখন তুমি তোমার বাহু বিস্তৃত করো
তুমি খেলা করো ঐ সূর্যের সাথে,
সূর্য যেন ছোট্ট একটি পদ্মপুকুর

তোমার দু'চোখের দুই কালো পুকুরে হারিয়ে যাই।
দীর্ঘ রোদেপোড়া তামাটে মেয়ে,
তোমার কোনো কিছুই আমাকে টানে না;
সবকিছু আমায় দূরে নিয়ে যায়
যেন তুমি দুপুর রোদ্দুর
তুমি মৌমাছির চঞ্চল মৌবন,
তুমি ঢেউয়ের মাতলামি,
আমার শান্ত হৃদয় তোমায় খোঁজে

আর আমি তোমার
আনন্দময় শরীরটাকে ভালোবাসি ।

ভালোবাসি,
কালো প্রজাপতি,
ওই গমতে, আর
তাোমার সুমিষ্ট কন্ঠস্বর ।
সূর্যের মতন সুন্দর পপি ফুল
আর
স্বচ্ছ জলের মতন তোমার ভালোবাসা।

একান্ত সাক্ষাৎকার

বীর মুক্তিযোদ্ধা আ.খ.ম মাহফুজুর রহমান
কবি, গবেষক ও কথাসাহিত্যিক।

কবিতায় জাগরণ:
আপনার নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, জন্মসাল, জন্মস্থান সম্পর্কে কিছু বলুন।

আ খ ম মাহফুজুর রহমান:
আমার নাম আ.খ.ম মাহফুজুর রহমান, পিতা-মরহুম আলহাজ্ব আবু তালেব সওদাগর, মাতা-মরহুমা মরিয়ম বেগম, জন্ম- ১৯৪৮ ইংরেজির ১লা অক্টোবর, জন্মস্থান- প্রাচ্যের রাণী চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায়।

কবিতায় জাগরণ:
আপনার শৈশব, কৈশোর ও কর্মজীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।

আ খ ম মাহফুজুর রহমান:
আমার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ছিকলবাহা খাল মাদ নগর গ্রামে। কৈশোর বয়সে বন্ধুবান্ধব নিয়ে বিকেল বেলা মাঠে চলে যেতাম তখনকার সময়ে শীতকালে ধানের চাষ হত না, কিছু জমি মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হত। সেই মাঠে গিয়ে হা-ডু-ডু, ডাংগুলি খেলা এবং ফুটবল খেলতাম। শীতকালে চাঁদনী রাতে লেখাপড়া শেষ করে সবাই মিলে খেজুরের গাছ থেকে রস নামিয়ে সবাই পান করতাম। আমের দিনে বিকাল বেলা গাছ থেকে আম পেড়ে নিতাম। তখনকার দিনে নিজের গাছ ও পরের গাছ ভেদাভেদ ছিল না। তখন ছোটদের প্রতি বড়দের স্নেহ মায়া-মমতা, ভালোবাসা বেশি ছিল। বর্তমান যুগে আন্তরিকতা ও মায়া মমতা নেই বললেই চলে। কর্মজীবনে আমি বাবার ব্যবসা দেখাশুনা করতাম। বাবা মারা যাওয়ার পর বেশি। দিন ব্যবসা ধরে রাখতে পারিনি। আমাদের

চাউলের আড়ৎ ছিল। সেই দোকানটা এখনো আছে, ভাড়া লাগিয়েছি। বর্তমানে আমি একটি লিমিটেড কোম্পানীতে ব্যবস্থাপক হিসেবে অনেক বৎসর ধরে কর্মরত আছি।

কবিতায় জাগরণ:
লেখালেখিতে এলেন কিভাবে? আপনার প্রকাশিত বই সম্পর্কে কিছু বলুন।

আ.খ.ম মাহফুজুর রহমান:
স্কুল জীবনে আমি বন্ধুদেরকে বানিয়ে বানিয়ে গল্প শোনাতাম। সেই গল্প শোনানোর অভ্যাসটা কলেজ জীবনেও কিছুদিন ছিল। কলেজ জীবনের এক বন্ধু আমার গল্পগুলো দৈনিক খবরের কাগজে পাঠানোর ব্যবস্থা করল। পত্রিকায় আমার গল্প ছাপানো হল। সেই থেকে আমার গল্প ও কবিতা লেখার শুরু। আমার প্রথম প্রকাশিত বই 'যতটুকু জেনেছি' -জীবনী ভিত্তিক গ্রন্থ, ২য় বই 'তুমি আসবে বলে' কাব্যগ্রন্থ। আমার এই পর্যন্ত ৭টি বই প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে 'অশ্রু হয়ে ঝড়ে ও মনের অজান্তে' এই দুইটি বই পাঠকের সাড়া জাগিয়েছে।
লায়ন ক্লাব অব চিটাগাং ডায়মণ্ড সিটি কর্তৃক গুণীজন সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে কবিতায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য কবিকে ক্রেষ্ট প্রদান করছেন জেলা গভর্নর লায়ন শাহ আলম বাবুল সাথে। প্রাক্তন গভর্নর লায়ন আবদুল মালেক ও লায়ন কামরুন মালেক।

কবিতায় জাগরণ:
বর্তমানে কোন কোন বিষয় নিয়ে লিখ কোন বিষয়ের চাহিদা সব থেকে বেশি বলে আপনি মনে করছেন।
না লিখছেন এবং পাঠক মহলে

আ.খ.ম মাহফুজুর রহমান:
বর্তমানে আমি কবিতা ও গল্পের বিষয় নিয়ে লিখছি যেই কবিতা পড়ে মানুষ তার জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার প্রেরণা পাবে। যেই গল্প পড়ে মানুষ বাস্তবতাকে খুজে পাবে। আমি মনে করি, বর্তমানে পাঠক মহলে বেশি চাহিদার বিষয় হচ্ছে গল্প ও উপন্যাস।

ভারতে মুর্শিদিবাদ-এ রাহিলা সাহিত্য সংস্কৃতি সংঘের উদ্যেগে সাহিত্য সম্মেলনে যাোগদানের প্রেক্ষিতে কবিকে সম্মাননা প্রদান করছেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা কবি ও সাহিত্যিক আবদুল রফিক খান।

কবিতায় জাগরণ:
বিশ্ব সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্যের মান এবং অবস্থান সম্পর্কে কিছু বলুন?

আ,খ,ম মাহফুজুর রহমান:
বিশ্বসাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্যের মান কোন অংশেই কম নয়। পৃথিবীর প্রতিটি ভাষারই একটি নিজস্ব সাহিত্য জগৎ রয়েছে, যা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। প্রতিটি ভাষা ও সাহিত্য তাদের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা দান করে বিশ্বসাহিত্যকে করেছে মহিমান্বিত ও পরিপষ্ট। সাহিত্য হচ্ছে সমাজের দর্পণ। সাহিত্য হচ্ছে মানব মনের প্রতিচ্ছবি। সাহিত্য হচ্ছে আলোর পৃথিবী, সেখানে যা

আসে আলোকিত হয়ে আসে। বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। এ ভাষার গৌরবময় ঐতিহ্য হাজার বছরের প্রাচীন। যে ভাষায় বাংলা সাহিত্য রচিত, কেবল ভাষা হিসাবে তার গৌরবও কম নয়। বাংলা ভাষার সৃষ্ট সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের দরবারে যোগ্য আসন লাভে সমর্থ সাহিতের উৎকতা এবং ভাষার মান বিচারে বাংলা ভাষা বাংলা সাহিত্য বিশ্বে সপ্তম স্থান অধিকার করেছেন। প্রকৃত সাহিত্যে আমরা আমাদের কল্পনাকে,আমাদের সুখ-দুঃখকে চিরতনকালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। কবি-সাহিত্যিকরাই সভ্যতার অগ্রদূত। তাদের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যেই আমরা ভবিষ্যতের একটি রূপরেখার পরিচয় পাই। সাহিত্যের কাছেই আমাদের জন্ম জন্মানতরের ঋণ ।সাহিত্যই মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দেয়।

কবিতায় জাগরণ:

আপনি নিজেও একজন মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে করতে আপনার কি ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে? এ বিষয়ে কিছু বলুন?

আ হ ম মাহফুজুর রহমান:

১৯১৭ সালে সেই যাতাকল থেকে এ উপমহাদেশের মানুষ মুক্তিলাভ করলেও মুক্তি আসেনি বাঙালি জাতির। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানী শাসকদের শৃঙ্খলে আবার বন্দী হল বাঙালি জাতি। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন থেকে ধাপে ধাপে সংগ্রাম করে মুক্তির পথ খুঁজছিল বাঙালি জাতি। ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পাক সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙ্গালীর উপর ঝাপিয়ে পড়ে, অসংখ্য বাঙ্গালী সেনা সদস্য, পুলিশ বাহিনী, ছাত্র জনতা কেউ হানাদার বাহিনীর হামলা থেকে রেহাই পাননি। সেদিন ঢাকার রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী দেশের মধ্যে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ই, পি, আর বাহিনী ও বাঙ্গালী সেনারা সেনাবাহিনী ত্যাগ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেয়। প্রায় ১ কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়। দেশের সর্বস্তরের মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেয়। বাংলার দামাল ছেলেরা প্রত্যক্ষভাবে জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। হানাদারবাহিনী ক্রমেই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে থাকে। সারা বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে প্রবল জনমত মুষ্টি হয়। মুক্তিবাহিনী ক্রমে শক্তি অর্জন করতে থাকে। তাদের দুঃসাহসিক লড়াইয়ে হানাদারবাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। তারা দেশের আলবদর, আলসামস ও রাজাকার বাহিনীর মাধ্যমে অসংখ্য ঘর বাড়ি জালিয়েছে, অসংখ্য মা-বোনের ইজ্জত হরণ করেছে। দীর্ঘ নয় মাস এর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ৩০ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে, ২ লক্ষ মা বোনের আত্মত্যাগের মাধ্যমে ও এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস, সঠিক ঘটনা পাঠ্য বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের উপর বেশি বেশি বই লিখতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সভা সেমিনারের মাধ্যমে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসকে কেউ যেন বিকৃত না করে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এই ব্যাপারে কবি ও সাহিত্যিকদেরকে এগিয়ে আসতে হবে তাঁরা যেন সঠিক তথ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের উপর বই লিখেন। এই সব পরিকল্পনার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা যাবে।।

কবিতায় জাগরণ:
আপনার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম বলুন?

আ,খ,ম মাহফুজুর রহমান:
আমার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, অশ্রু হয়ে ঝরে, গল্পগ্রন্থ, মনের অজান্তে-উপন্যাস এবং এইতো জীবন - কাব্যগ্রন্থ।

কবিতায় জাগরণ:
আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলুন?

আ.খ.ম মাহফুজুর রহমান:
আমি সমাজ হিতকর কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চাই সাথে সাথে লেখালেখিতে আমার জীবনকে অতিবাহিত করতে চাই। যেন লেখার মাধ্যমে সমাজকে সুন্দর ও শৃঙ্খলভাবে গড়ে তোলা যায়।

কবিতায় জাগরণ:
আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

সমাপ্ত